রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৮ সনের ১৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২৬, ২০১৮

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৯১—২০২
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৮৯—৫২৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	১—১৬
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৮৩—৪১৩
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ চৈত্র ১৪২৪/২২ মার্চ ২০১৮

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০১.১৭/৬০—The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ২৫ ধারার ব্যাখ্যায় সরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত ৪টি পৌরসভার সাধারণ নির্বাচন ও সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ পৌরসভার মেয়রের শূন্যপদে উপনির্বাচন উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ২৯ মার্চ, ২০১৮ তারিখ বৃহস্পতিবার সকল সরকারি, আধা-সরকারি, সায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের স্ব স্ব ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোট গ্রহণের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।

জেলার নাম	উপজেলার নাম	পৌরসভার নাম
গোপালগঞ্জ	কোটালিপাড়া	কোটালিপাড়া
চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	নাজিরহাট
টাঙ্গাইল	কালিহাতি	এলেঙ্গা
ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট	হালুয়াঘাট
সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ

২। উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় যদি উক্ত তারিখে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারী সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভূত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আলমগীর হোসেন

উপ সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২১ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০২.১৭(বি.মা.)-১৬২—যেহেতু, জনাব এস. এম. রফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৬০২০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধামরাই, ঢাকা বর্তমানে সচিবের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ধামরাই উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ধামরাই উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য তিন কিস্তিতে সর্বমোট ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করেন। উক্ত প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য তিনি কোটেশন বিজ্ঞপ্তি জারি করেন এবং মেসার্স জুয়েল ইঞ্জিনিয়ার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করেন। উপজেলা পরিষদ (চুক্তি সম্পাদন) বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যমানের অধিক কোন কাজ করার ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী দরপত্র আহবান করার কথা থাকলেও তিনি সে বিধান অনুসরণ না করে প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে কোটেশন বিজ্ঞপ্তি জারি করে কার্যাদেশ প্রদান করেছেন। ধামরাই উপজেলা পরিষদের ১২-০২-২০১৫ তারিখের সভায় উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের ভিতরে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের ভবন নির্মাণের বিষয়টি অনুমোদিত হলেও এ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করেননি। তাছাড়া, জেলা পরিষদের ২২-০৩-২০১৬ তারিখের সভায় প্রকল্পের ভবন নির্মাণের অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা রাজস্ব তহবিল হতে বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও উপজেলা পরিষদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই ২৭-০২-২০১৫ তারিখে তিনি ১০,৪১,১৬৭ টাকার আরো একটি কোটেশন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন এবং একই প্রতিষ্ঠান মেসার্স জুয়েল ইঞ্জিনিয়ার্সকে কার্যাদেশ প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে রাজস্ব তহবিল হতে আরো ৪১,১৬৭ টাকা প্রদান করেন। উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের ভিতর কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক হলেও এ নীতি অনুসরণ না করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) মোতাবেক "অসদাচরণ (Miscondect)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তা জানতে চাওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে ০৪-০৬-২০১৭ তারিখের লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১১-১০-২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিকালে তিনি জানান যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৬-০৬-২০১৭ তারিখের ০০.০০০.০১৪.০০.০০.১০৩.২০১৩-১৫০ নং স্মারকে উপজেলা পরিষদের জমি ব্যবহার করে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় সকল উপজেলায় প্রকল্পের তথ্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের নিজস্ব কার্যালয়ে স্থাপনের বিষয়ে গত ২২-০৫-২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে বিধায় তিনি নতুন করে আর অনুমতি নেননি। প্রকল্প কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ সরল বিশ্বাসে করেছেন। তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক ও প্রকল্প কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ করেছেন এবং প্রাথমিক তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব হাবিবুর রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে জনাব এস. এম. রফিকুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে কোন অর্থ আত্মসাতের প্রমাণ পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব, তথ্য-প্রমাণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Miscondect)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় এবং অভিযুক্ত একজন নবীন কর্মকর্তা বিবেচনায় তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; এবং

সেহেতু, জনাব এস. এম. রফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নং-১৬০২০), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধামরাই, ঢাকা বর্তমানে সচিবের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Miscondect)" এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলি

তারিখ, ২৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১১ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৫০/২০১৫-৮৩—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে টাঙ্গাইল জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ সামছুল আলম, পিতা-মরহুম আব্দুল কাদের-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ২৯ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৩ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-০৭/২০১৮-৯৬—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব এ, বি, এম, সাহাদাৎ হোসেন, পিতা-এনছান উদ্দিন হাওলাদার-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-০৫/২০১৮-৯৭—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে মৌলভীবাজার জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব রুদ্রজিৎ ঘোষ, পিতা-মৃত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

তারিখ, ০৪ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৮ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং আর-৬/৭এন-৫৩/২০১৭-১০৫—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব শ্যামা আক্তার, পিতা-মরহুম জকু খান-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

নং আর-৬/৭এন-০৬/২০১৮-১০৬—সরকার নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মেহেদী হাসান, পিতা-মরহুম খন্দকার ইসরাইল হোসেন-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদের জন্য নিয়োগ করিল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্তত তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহেল আহমেদ
উপ-সচিব (প্রশাসন-২)।

বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ২৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি

নং বিচার-৭/২এন-৩৮/৯৪(অংশ-১)-৬৫—নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছি যে, সরকার ১৮৭২ সনের খ্রিস্টান ম্যারেজ আইন (এক্ট ১৫) এর ৯ ধারা মোতাবেক জনাব অসীম কুমার বাড়ৈ, পিতা-মৃত বিভুদান বাড়ৈ, মাতা-মৃত উষা বাড়ৈ, ঠিকানা-১০/২, সেনপাড়া, মিরপুর-২, ঢাকা-কে কোন আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকলে কার্যকর হবে না এই শর্তে ঢাকা জেলার উত্তরা ব্যাপ্টিস্ট চার্চের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন।

২। সরকার কর্তৃক স্থগিত না করা হলে লাইসেন্সধারীর ৬৫ (পয়ষট্টি) বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া তারিখ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

নং বিচার-৭/২এন-৩৮/৯৪(অংশ-১)-৬৬—নির্দেশিত হয়ে জানাচ্ছি যে, সরকার ১৮৭২ সনের খ্রিস্টান ম্যারেজ আইন (এক্ট ১৫) এর ৯ ধারা মোতাবেক জনাব যোহন কর্মকার, পিতা-সুরেন্দ্র নাথ কর্মকার, মাতা-নিলিমা কর্মকার, পিজিগ-২/৭, মহাখালী বাজার রোড, মহাখালী, গুলশান, ঢাকা-কে কোন আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকলে কার্যকর হবে না এই শর্তে ঢাকা জেলার মহাখালী ব্যাপ্টিস্ট চার্চের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন জ্ঞাপন করলেন।

২। সরকার কর্তৃক স্থগিত না করা হলে লাইসেন্সধারীর ৬৫ (পয়ষট্টি) বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া তারিখ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

বুলবুল আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশাবলি

তারিখ, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-১২৭/৭৬-১১৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ জুয়েল রানা, পিতা-মোঃ কেতাব আলী, মাতা-সালেহা বেগম, গ্রাম-কাতুলী, ডাকঘর-চৌবাড়িয়া, উপজেলা-টাঙ্গাইল সদর, জেলা-টাঙ্গাইল) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলার ১১নং কাতুলী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩(অংশ-১১)-১৩৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম, পিতা- মোঃ আলফাজ উদ্দিন, মাতা-রেহানা পারভীন, গ্রাম-কুদাব, ডাকঘর-পূবাইল, থানা-গাজীপুর সদর, জেলা-গাজীপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৪০ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ১৫ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-০৪/২০০৩-১৭৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আবু তাহের, পিতা-মৃত আবদুল মতিন নলি, মাতা-কহিনুর বেগম, গ্রাম-বাহেরচর, ডাকঘর-শ্রীপুর, উপজেলা-মেহেন্দিগঞ্জ, জেলা-বরিশাল) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার নবগঠিত ১৪নং শ্রীপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-২৬/২০১৪-১৭৯—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব বিকাশ চন্দ্র বসাক, পিতা-দোমাসু বসাক, মাতা-জোসনা রানী বসাক, গ্রাম-পশ্চিম শিমুলবাড়ী, ডাকঘর-মীরগঞ্জহাট, উপজেলা-জলঢাকা, জেলা-নীলফামারী) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ২২ মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২এন-০৩/২০০২(অংশ)-১৯৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব আব্দুল হান্নান, পিতা-আব্দুল জলিল, মাতা-রঙ্গ খাতুন, গ্রাম-চরবাখরবা, ডাকঘর-কাতলাগাড়ী, উপজেলা-শৈলকুপা, জেলা-ঝিনাইদহ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার ০৬নং সারুটিয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ, ২২ মার্চ ২০১৮ খ্রি

নং বিচার-৭/২এন-০৮/২০১৩-২০০—হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব রাজীব কান্তি হাওলাদার, পিতা-অমূল্য রতন হাওলাদার, মাতা-নিলীমা রানী, গ্রাম-ছৈলাবুনিয়া, ডাকঘর-আমড়াগাছিয়া, উপজেলা-শরণখোলা, জেলা-বাগেরহাট) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার জন্য হিন্দু বিবাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। মন্ত্রণালয় বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা নিয়োগ লাভকারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়োগ বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয় যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৬ চৈত্র ১৪২৪/২০ মার্চ ২০১৮

নং ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০০৮.২০১৬/১১৮—যেহেতু, জনাব রক্তিম বড়ুয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা' কে অস্ট্রেলিয়ায় Curtin University of Technology তে Ph.D করার জন্য মোট ০৫ (পাঁচ) বছরের শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তার শিক্ষা ছুটির মেয়াদ আগস্ট/২০১৫ তারিখ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান না করায় গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ০২-১২-২০১৫ তারিখের স-৩/পি-২৫.৩৬.০০০০.২১৩.২৭.৩.২৪৫.১৫.১০৬৩/২ নম্বর স্মারক মোতাবেক তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কিন্তু তিনি কোন জবাব দাখিল করেননি এবং অদ্যাবধি কর্মস্থলে (গণপূর্ত অধিদপ্তর) অনুপস্থিত রয়েছেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্টার্ড উইথ এডি যোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর কোন জবাব দাখিল করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে অভিযুক্তের ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী "প্রাপককে খুঁজিয়া না পাওয়ায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায়বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য মনিরুল হুদা (পরিচিতি নম্বর-৫৯০১), উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ০৬-০৭-২০১৭ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শনো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশেরও কোন জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন-কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ডি) অনুযায়ী জনাব রক্তিম বড়ুয়া-কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব রক্তিম বড়ুয়া-কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব রক্তিম বড়ুয়া, নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা' কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর (৩) এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০২৭.২০১৫/১১৯—যেহেতু, জনাব কানিজ শাহানারা, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-২, ঢাকা অস্ট্রেলিয়ায় Griffith University তে Master of Engineering Program এ অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা ছুটির আবেদন করেন। প্রার্থিত ছুটি মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে অস্ট্রেলিয়ায় গমন করেন এবং ২৪-১২-২০০৯ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্টার্ড উইথ এডি যোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর কোন জবাব দাখিল করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে অভিযুক্তের ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী "প্রাপককে খুঁজিয়া না পাওয়ায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায়বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম (পরিচিতি নম্বর-৬৬৫৭), উপ সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ২৭-১১-২০১৬ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করা হয়। অতঃপর অভিযুক্তকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশেরও কোন জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন-কে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদণ্ড আরোপের কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করা হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ডি) অনুযায়ী জনাব কানিজ শাহানারা-কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব কানিজ শাহানারা-কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করার গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, জনাব কানিজ শাহানারা, উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), গণপূর্ত প্রকল্প বিভাগ-২, ঢাকা কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর (৩) এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ০৬ চৈত্র ১৪২৪/২০ মার্চ ২০১৮

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০৩৬.০০২.১৫.৫২—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্রমিক	মৌজার নাম	জে এল নং	থানার নাম	জেলার নাম	খতিয়ান নং
১	রনস্থল	২১	সাভার	ঢাকা	
২	বাসাইদ	৭৬	সাভার	ঢাকা	৭৪০ ও ৭৬৯ নং খতিয়ান ব্যতীত।
৩	জামসিং	১১৭	সাভার	ঢাকা	
৪	আড়াপাড়া	১৪৯	সাভার	ঢাকা	
৫	কর্ণপাড়া	১৬২	সাভার	ঢাকা	

তারিখ, ০৪ চৈত্র ১৪২৪/১৮ মার্চ ২০১৮

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০৬.১৬.৫০—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্র.নং	মৌজার নাম	জেএল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	পরমানন্দপুর	২৭	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
২	রনকালী	৬৬	ফরিদপুর সদর	ফরিদপুর
৩	আইনপুর	৮৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৪	ভাটপাড়া	১০১	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৫	হাবেলীগট্টি	১০৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৬	বড়গ্রাম	১২১	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৭	ভুবুকদিয়া	১৭০	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৮	নাওডুবি	১৮৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
৯	বিল মাউরা	২০২	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১০	ধুতরাহাটি	১০৫	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১১	মধ্য জগদিয়া	১৫৫	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১২	গাং জগদিয়া	১৫৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৩	চৌমুখা	১৫৭	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৪	শ্রীরামপট্টি	১৮৬	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৫	ঘোড়ামারা বিল	২০৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৬	নিখরহাটী	১৩৯	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৭	সদনদী	৫৫	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১৮	সোনাময়ী	১০৮	ভাঙ্গা	ফরিদপুর
১৯	বড় বাইখির	১২২	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
২০	বিন্নাহুরী	১৬৮	বোয়ালমারী	ফরিদপুর
২১	পন্ডিতের বানা	১৬	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
২২	চান্দরা	৫২	আলফাডাঙ্গা	ফরিদপুর
২৩	চর পুকুরিয়া	১৪	মধুখালী	ফরিদপুর
২৪	শ্রীমন্তকান্দি	১৭	মধুখালী	ফরিদপুর
২৫	খোদাবাসপুর	৩০	মধুখালী	ফরিদপুর
২৬	ধোপাগাতী	৫৩	মধুখালী	ফরিদপুর
২৭	মহিষাপুরা	৫৭	মধুখালী	ফরিদপুর
২৮	দড়িকৃষ্ণপুর	০১	সদরপুর	ফরিদপুর
২৯	দাদপুর	২৬	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৩০	রামপুর	৮৯	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৩১	বড় মুরারীপুর	১০১	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৩২	কাঁচরন্দ বরাট	১৩৬	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৩৩	আন্ধার মানিক	১৮২	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৩৪	শাইলকাটি	২১৫	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৩৫	সাদিপুর	৮৮	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৩৬	চর শ্যামনগর	২১৮	রাজবাড়ী সদর	রাজবাড়ী
৩৭	বালিয়াকান্দি	৪৭	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৩৮	শ্যামসুন্দরপুর	৫৫	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৩৯	বহরপুর	৬৪	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৪০	পারকুল গোহাইলবাড়ী	৫৭	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৪১	পাতুরিয়া	৯৮	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৪২	পুষ আমলা	১১৮	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৪৩	বহর সাধুখালী	১২৬	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৪৪	ফুলবাড়ী	১২৯	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৪৫	বাবুলতলা	৫০	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী

ক্র.নং	মৌজার নাম	জেএল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৪৬	পাইককান্দি	১০৮	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৪৭	সোনাইডাঙ্গা	১৪৩	বালিয়াকান্দি	রাজবাড়ী
৪৮	চর গোপালপুর	৫০	পাংশা	রাজবাড়ী
৪৯	পার নারায়নপুর	৬৫	পাংশা	রাজবাড়ী
৫০	নিশ্চিন্তপুর	১০৯	পাংশা	রাজবাড়ী
৫১	সলুয়া	১২৩	পাংশা	রাজবাড়ী
৫২	ডেমনামারা	১৩৫	পাংশা	রাজবাড়ী
৫৩	পাড়া বেলগাছি	২২১	পাংশা	রাজবাড়ী
৫৪	কমরপুর	২২৬	পাংশা	রাজবাড়ী
৫৫	কামিয়া	২৯৩	পাংশা	রাজবাড়ী
৫৬	পার ডেমনামারা	১৩৬	পাংশা	রাজবাড়ী
৫৭	দক্ষিণ কুমরীরাজ	১৫১	পাংশা	রাজবাড়ী
৫৮	বিলমন্ডপ	১৬০	পাংশা	রাজবাড়ী
৫৯	কৃষ্ণপুর	২০৯	পাংশা	রাজবাড়ী
৬০	কালিকাপুর	২২৫	পাংশা	রাজবাড়ী
৬১	নলকান্দ্রা	২১৮	পাংশা	রাজবাড়ী
৬২	মুরারীখোলা	৩০১	পাংশা	রাজবাড়ী
৬৩	মরগঙ্গা	৩০৪	পাংশা	রাজবাড়ী
৬৪	কর্দ্দি	৩২৫	পাংশা	রাজবাড়ী
৬৫	বৃ-গোপালপুর	৩৪০	পাংশা	রাজবাড়ী
৬৬	সাবেক রাইপুর	৩৫১	পাংশা	রাজবাড়ী
৬৭	মিরার চর	১৪	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
৬৮	কেকানিয়া	২৫	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
৬৯	মকিমপুর- মানিকহার	৩২	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
৭০	দূর্গাপুর	৮০	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
৭১	বেতগ্রাম	১০৪	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
৭২	বড় পারুলিয়া	৫৮	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৭৩	শ্রীপুর	৭৪	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৭৪	ধোপরা	৭৫	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৭৫	বড় বাহিরবাগ	১১৬	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৭৬	শুক্তাগ্রাম	১৩৮	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৭৭	মাইজকান্দি	১১১	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৭৮	জিকাবাড়ী	১১৩	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৭৯	পাথরগ্রাম	১২২	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৮০	আন্ধার কোটা	১২৪	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৮১	মিয়াজি কান্দি	১২৬	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৮২	ভাঙ্গার দমদম	১২৮	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৮৩	দক্ষিণ ধীরাইল	১৪৮	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৮৪	বড় নড়াইল	১৪৯	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৮৫	বহালবাড়ীয়া	১৫০	কাশিয়ানী	গোপালগঞ্জ
৮৬	কদমবাড়ী	০৮	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৮৭	কাকডাঙ্গা	৪৮	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৮৮	কাঠিগ্রাম	৪৭	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৮৯	সোনাটিয়া	৭৬	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৯০	পিঞ্জুরী	৭৯	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৯১	বাহির শিমুল	৯০	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৯২	হিজলবাড়ী	৯৫	কোটালীপাড়া	গোপালগঞ্জ
৯৩	বাহিরবাগ	০৬	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৯৪	কোলাকোনা	১২	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৯৫	দিস্তাইল	৩০	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ

ক্র.নং	মৌজার নাম	জেএল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৯৬	ইন্দুহাটি	৪৩	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৯৭	নয়া পুষ্করিনীর পাড়	৪৮	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৯৮	ঘেচুগোল্লা	৮৪	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
৯৯	ঝুটিগ্রাম	৮৫	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০০	গায়েন্দার	৮৯	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০১	বাদুশা	১১২	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০২	গদার ভাজনদী	১১৯	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০৩	বাঘাদিয়া	১৩৫	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০৪	আইকদিয়া	১৪০	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০৫	মোচনা	১৪৫	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০৬	সরুপী	০৯	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০৭	ঢাকপাড়	২১	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০৮	লতীবপুর	৪৯	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১০৯	টেংরাখোলা	৫৯	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১১০	কৃষ্ণখোলা	৭২	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১১১	গনিয়ারী	১৪৪	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১১২	পুটিয়া	৭৭	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১১৩	পাঁখোলা	৮০	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১১৪	রুপরিয়া	১১৭	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১১৫	চাছার	১১	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১১৬	হাজরাপুর	৭৮	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১১৭	রাস্তি	৭৯	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১১৮	আউলিয়াপুর	৯৪	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১১৯	চর গোবিন্দপুর	৯৫	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১২০	জাজিরা	১০৪	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১২১	উত্তর পাঁখোলা	১০৫	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১২২	চর খাগদী	১১৮	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর
১২৩	চর ঝাউতলা	৮৭	কালকিনি	মাদারীপুর
১২৪	কোলচরি	১১৩	কালকিনি	মাদারীপুর
১২৫	বড় চর কয়ারিয়া	১৫৭	কালকিনি	মাদারীপুর
১২৬	বাঁশবাড়ী	১৩৪	কালকিনি	মাদারীপুর
১২৭	খুনের চর	১৩৮	কালকিনি	মাদারীপুর
১২৮	দক্ষিণ চর রমজানপুর	১৫০	কালকিনি	মাদারীপুর
১২৯	মাদবের চর	০৫	শিবচর	মাদারীপুর
১৩০	নেয়ামত কান্দি	৬৮	শিবচর	মাদারীপুর
১৩১	সন্যাসীর চর	১৬	শিবচর	মাদারীপুর
১৩২	খাস চর বাচামারা	১৮	শিবচর	মাদারীপুর
১৩৩	পূর্ব কাকইর	৪০	শিবচর	মাদারীপুর
১৩৪	ভান্ডারিকান্দি	৫৩	শিবচর	মাদারীপুর
১৩৫	পশ্চিম কাচিকাটা	৬৩	শিবচর	মাদারীপুর
১৩৬	চর স্বর্ণঘোষ	৬৮	শরীয়তপুর সদর	শরীয়তপুর
১৩৭	পূর্ব বৈখোলা	৭৩	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
১৩৮	দক্ষিণ সাখ্যা	৮৩	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
১৩৯	চর মাদারিয়া	৯১	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
১৪০	ভোজেশ্বর	২৮	নড়িয়া	শরীয়তপুর
১৪১	মাইজপাড়া	২৭	নড়িয়া	শরীয়তপুর
১৪২	নলতা	৯৩	নড়িয়া	শরীয়তপুর
১৪৩	চাকধ	৯৭	নড়িয়া	শরীয়তপুর
১৪৪	কেদারপুর	১০৭	নড়িয়া	শরীয়তপুর

তারিখ, ০৬ চৈত্র ১৪২৪/২০ মার্চ ২০১৮

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০৩৩.০০৯.১৭.৫১—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

ক্র.নং	মৌজার নাম	জেএল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	জাফরগঞ্জ	৯২	দেবীদ্বার	কুমিল্লা
২	গাজীর মুড়া	২৮৩	লাকসাম	কুমিল্লা
৩	দুঘাইয়া	৩৩৫	লাকসাম	কুমিল্লা
৪	কুটি (জাজিয়ারা)	১০৫	কসবা	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

তারিখ, ০৮ চৈত্র ১৪২৪/২২ মার্চ ২০১৮

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০২৩.২০১৫.৫৪—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছেঃ—

ক্র.নং	মৌজার নাম	জেএল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	বিদিরপুর	৯২	মোহনপুর	রাজশাহী
৭	বিলপালশা-২	৯৫	মোহনপুর	রাজশাহী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল মতিন
যুগ্ম সচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গবেষণা, আইন ও নীতিমালা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৭ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

নং ৪৯.০০.০০০০.১১২.৩১.০১০.১৬-৯৭—প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ-২.৬.৭ অনুযায়ী এবং পরিশিষ্ট ১ ও ২ অনুসরণে শ্রম-অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃঙ্খলা বিধানসহ অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ নির্বাহী পর্যায়ের নেতৃত্ব ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নরূপ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হলো :

(ক) **প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

সভাপতি

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

সহ-সভাপতি

(২) মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(৩) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়

(৪) মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৫) মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(৬) মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(৭) মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(৮) মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(৯) মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১০) মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১১) মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১২) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১৩) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১৪) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১৫) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১৬) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১৭) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(১৮) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(১৯) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(২০) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(২১) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(২২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(২৩) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(২৪) সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(২৫) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(২৬) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

(২৭) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(২৮) সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(২৯) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(৩০) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৩১) সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(৩২) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(৩৩) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আমন্ত্রণক্রমে : সভাপতি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি/বায়রা এবং সিভিল সোসাইটি/গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

(খ) কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference) :

(১) অভিবাসী নারী ও পুরুষ কর্মীদের অধিকার রক্ষা এবং শ্রম-অভিবাসনকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে, যেসব বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে সে সব বিষয়ে আলোচনা ও কার্য ব্যবস্থা গ্রহণার্থে নির্দেশনা প্রদান।

(২) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা উক্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উইং, বিভাগ, সংস্থা, তহবিল এবং ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রম-অভিবাসন এবং এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নীতি ও সংস্কার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান।

(৩) সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তাদের সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলোসহ সব স্টেক হোল্ডাররা যেন অভিন্ন পদ্ধতি (Uniform approach) প্রয়োগের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও স্বচ্ছ শ্রম-অভিবাসন পরিচালনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদের জন্য অনুসরণীয় প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী নির্ধারণ।

(৪) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক ও পেশাগত পুনর্বাসনের লক্ষ্যে একটি উপ-নীতি (sub-policy) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের কাজে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদান।

(৫) স্বল্প-মেয়াদী চুক্তিভিত্তিক অভিবাসী কর্মী, বিশেষ করে নারী কর্মীদের সুরক্ষা এবং বাংলাদেশের প্রতি তাদের অবদান অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশী প্রবাসী সামজগুলোর মধ্যে বন্ধন ও যোগাযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা।

(৬) (ক) বছরে অন্তত এক বার স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরাম এবং স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠকের মধ্যকার ব্যবধান ছয় মাসের বেশী হবে না।

(গ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে। সাচিবিক কার্যক্রমসমূহ যেমন-স্টিয়ারিং কমিটিকে তার বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক দায়িত্ব পালন এবং জাতীয় শ্রম-অভিবাসন ফোরামসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি এই মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হবে।

২। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোখলেছুর রহমান আকন্দ
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/২০ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৭.৬১.০০০০.০৩২.০৬.১৪৭.১৭(অংশ-১)-১০৯—সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন, সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩ সনের ২৯ নং আইন ও ১নং আইন) এর ধারা ৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, জনস্বার্থে সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লি: কে একই আইনের ১৮(৫), ১৮(৬), ১৮(৭) ধারা হতে নির্দেশক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তে এতদ্বারা এককালীন অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

শর্তাবলী ঃ

(ক) ১০-০৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ মূলে গঠিত সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লি: এর বর্তমান অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ জনস্বার্থে আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী আরও ০১ (এক) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হলো;

(খ) বর্তমান অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক বর্ণিত সমিতির নির্বাচন বিষয়ে দাখিলকৃত মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; এবং

(গ) মামলা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে বর্তমান অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি বর্ধিত মেয়াদকালের মধ্যে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এ বর্ণিত নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক নির্বাচিত কমিটির নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নূরুন নাহার
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/০৮ এপ্রিল ২০১৮

নং ১৬.০০.০০০০.০০৪.০৩.৪৯(অংশ-১).১৮-১৬৪—১৯৮৩ সালের হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ নং-৬৮)-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টি পুনর্গঠন করা হল :

চেয়ারম্যান

(ক) মাননীয় মন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভাইস-চেয়ারম্যান

(খ) জনাব সুব্রত পাল

(গ) ট্রাস্টিবৃন্দ

(১) বিচারপতি গৌর গোপাল সাহা, সাবেক চেয়ারম্যান, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল

(২) জনাব গনেশ চন্দ্র ঘোষ, পাবনা

(৩) জনাব এস.সি খান, সাবেক যুগ্মসচিব

(৪) জনাব নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) মিস আশালতা বৈদ্য, গোপালগঞ্জ

(৬) জনাব অনিল কুমার সরকার, রাজশাহী

(৭) জনাব রিপন রায় লিপু, গোপাল ভবন, ৩২, নূতন পল্লী, কিশোরগঞ্জ

(৮) জনাব শ্রী চন্দন রায়, সিলেট

(৯) জনাব স্বপন কুমার রায়, পাবনা-সিরাজগঞ্জ

(১০) অধ্যাপক নিমাই চন্দ্র রায়, খুলনা

(১১) জনাব উজ্জ্বল প্রসাদ কানু, বগুড়া

(১২) এ্যাড. রথীশ চন্দ্র ভৌমিক (বাবু সোনা), রংপুর

(১৩) জনাব নির্মল পাল, কুমিল্লা

(১৪) জনাব বিপুল বিহারী হালদার, পিরোজপুর

(১৫) জনাব রাখাল দাসগুপ্ত, চট্টগ্রাম

(১৬) জনাব স্বপন কুমার সরকার, ময়মনসিংহ

(১৭) জনাব পরিতোষ কান্তি সাহা, নারায়ণগঞ্জ

(১৮) জনাব শ্যামল চন্দ্র ভট্টাচার্য, কুমিল্লা

(১৯) জনাব প্রিয়তোষ শর্মা চন্দন, কক্সবাজার

(২০) এ্যাড. ভূপেন চন্দ্র ভৌমিক দোলন, বাকুয়াইল, কিশোরগঞ্জ

২। বোর্ড অব ট্রাস্টির মেয়াদকাল ১৩-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ থেকে ০৩(তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে সরকার যে কোন ট্রাস্টির নিয়োগ বাতিল করতে পারবে। অনুরূপভাবে কোন ট্রাস্টি ইচ্ছে করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারবেন।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাখাওয়াত হোসেন
উপসচিব।